সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit) সৃজন সংক্রান্ত ধারণাপত্র

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সরকারকে সার্বক্ষণিক খাপ খাওয়াতে হচ্ছে । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কার্যকরভাবে সরকারের সামর্থ্য অর্জনে যথাযথ ও চাহিদা ভিত্তিক এবং সৃজনশীল (Innovative) কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit) সৃজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সৃষ্টিশীল (Creative) ও উদ্ভাবনী (Innovative) এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবর্তনের এজেন্ট (Change Agent) হিসেবে নির্দিষ্টভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি ইউনিট সৃষ্টি।

প্রস্তাবিত ইউনিট সৃষ্টির যৌক্তিকতা:

- বর্তমানে সংস্কার,সৃজনশীল নুতন কাজ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইস্তাম্বুল প্লান অব একশন, এসডিজি ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারন করতে বলা হয়। তারা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত এ কাজ করেন। যার ফলে এ কাজগুলো গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হয় না । তাছাড়া এ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বদলি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য (Institutional Memory) আর থাকে না। ফলে এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়।
- বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিবতর্নের ফলে জনসাধারণের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসাধারণের চাহিদা পূরণে কার্যকর সামর্থ্য অর্জন করা জরুরি। এ লক্ষ্যে গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কার্যকর জনসেবা প্রদান করার জন্য নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করার কোন বিকল্প নেই;
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব প্রকৃতির সমস্যা ও সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সংস্কারের প্রকৃতি ও ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। মন্ত্রণালয়/বিভাগই স্ব স্ব সংস্কার ও পরিবর্তনসূচি যথাযথভাবে প্রস্তাবিত কাঠামোর মাধ্যমে অনুধাবন ও চিহ্নিত করতে পারবে বলে আশা করা যায়;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে ২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ের জন্য ১৭ টি goal ও ১৬৯ টি target সম্বলিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goal (SDGs) প্রস্তাব করেছে। MDG অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে SDG অর্জনেও অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাসমূহের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা (opportunity) নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরী। এ ধরণের নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ এবং তার আলোকে অগ্রগতি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কাঠামো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে;

- মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ ইতোমধ্যে ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) আওতায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করেছে। প্রস্তাবিত ইউনিট এ বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা এবং গবেষণার মাধ্যমে ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর কার্যকর করতে ভূমিকা রাখতে পারে।

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিকল্পনায় দ্বৈততা (overlapping) রোধকল্পে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো থাকা আবশ্যক;

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ,বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) , উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন সংস্কার এবং পরিবর্তনধর্মী কাজ সাময়িক ভিত্তিতে বিদ্যমান জনবল দিয়ে ফোকাল পয়েন্ট ইউনিট বা টিম গঠন করে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে । ফলে সংস্কার উদ্যোগসমূহ থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে ;

- বিশ্বায়নের যুগে সরকার প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হচ্ছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সরকারের পলিসি পর্যায়ে (মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের) নিজস্ব জ্ঞান ও সামর্থ্য আবশ্যক। প্রস্তাবিত ইউনিট প্রতিনিয়ত গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সরকারকে আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত করবে এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জন্য জ্ঞান ভাণ্ডার (Think Tank) হিসেবে কাজ করবে;

- টেকসই পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ইউনিট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচিসমূহকে দীঘস্থায়ী ও টেকসই করতে সহায়তা করবে।

প্রস্তাবিত ইউনিটের গঠন ও কার্যাবলী:

প্রস্তাবিত ইউনিটে নিম্নলিখিত দুটি টিম থাকতে পারে:

১. নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার টিম (Policy and Structural Reform Team)
২. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনা টিম (Global Issues Management Team)

নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার টিম (Policy and Structural Reform Team)

টিম টি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা এর সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন,পরিবীক্ষণ ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- জিআরএস ও এনআইএস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়মিত পর্যালোচনা করা;
- সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতি সহজিকরণ (process simplification) এর অধিক্ষেএ চিহ্নিতকরণ ও উদ্যোগ গ্রহণ;
- বিদ্যমান কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

- পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওনোর জন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ তুলে ধরা
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনা (Global Issues Management Team):

টিমটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে:

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ;

২. এসডিজি বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ;

৩. এসডিজি / আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা সম্পাদন;

৪. আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারকে কার্যকর সুপারিশ প্রদান;

৫. International negotiation এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ –কে সক্ষম ও দক্ষ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ;

৬. আন্তর্জাতিক Best Practices সর্ম্পকে ধারণা গ্রহণ ও দেশের প্রেক্ষিতে এসকল ধারণা কার্যকর করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

৭. সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে মত বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকারের knowledge base সমৃদ্ধকরণ;

৮. পিপিপি কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন;

৯. অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি।

প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো:

প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্ম সচিব এর নেতৃত্বে দুই জন যুগ্ম সচিব/উপসচিব সমন্বয়ে প্রস্তাবিত এ ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। ইউনিটটি কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তে টিম এ্যাপ্রোচে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।এ ইউনিটে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সংস্থার আদলে স্বল্প সংখ্যক সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন অফিস সহকারী ও দুই জন অফিস সহায়ক পদায়ন করা যেতে পারে। বর্তমানে বিদ্যমান এপিএ টিম/ ইনোভেশন টিমকে সমন্বয় করে প্রস্তাবিত কাঠামোর মাধ্যমে স্থায়ী রূপ প্রদান করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত ইউনিটের কাজের গভীরতা, প্রকৃতি, বিদ্যমান জনবলের সদ্ব্যবহার বিবেচনায় এরূপ প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে।

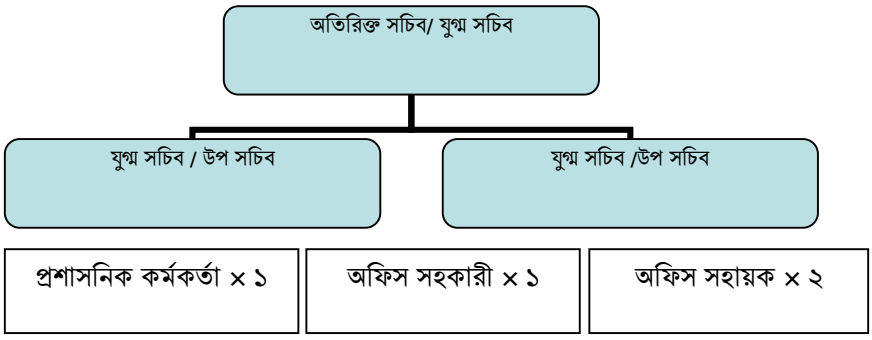

পদায়ন ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংশ্লেষ:

বিদ্যমান জনবলের কার্যক্রম পুনঃবিন্যাস করে নুতন কোন কর্মকর্তা ছাড়াই প্রস্তাবিত ইউনিটে কর্মকর্তা পদায়ন করা সম্ভব এবং এ কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বাবদ সরকারের অতিরিক্ত কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। অধিকন্তু, এ ইউনিটে কর্মকর্তা পদায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান জনবলের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া প্রস্তাবিত ইউনিট অনুরূপ গতানুগতিক সাংগঠনিক কাঠামোর তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ কম সহায়ক কর্মকর্তা -কর্মচারীর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে সরকারের ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। বিশেষায়িত ইউনিট হিসেবে গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অফিস ইকুইপমেন্ট ও যানবাহন অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়েও প্রচলিত ধারণার বাইরে দলগত বিবেচনায় উদ্ভাবনী উপায়ে রাজস্ব ব্যয় উল্লেখ্যযোগ্য হারে হ্রাস করা যেতে পারে।